৫.৭ ঠান্ডা লড়াই-এর সংজ্ঞা
Definition of Cold War

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ঠান্ডা লড়াইয়ের উৎপত্তি। ঠান্ডা লড় বলতে প্রকৃত যুদ্ধের অবস্থাকে বোঝায় না, আবার শান্তির অবস্থাকেও বোঝায় না। এ যেন একটা 'না যুদ্ধ শান্তি'-র অবস্থা। ঠান্ডা লড়াই আসলে যে দুই মহাশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পরাক্রমী লড়াই, রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা বিষয়ে একমত। **হবস্‌বম** (E Hobsbawm) তাঁর *The Age of Extremes* গ্রন্থে বলেছেন, ঠান্ডা লড়াই হ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে উদ্ভূত দুই মহাশক্তির মধ্যেকার নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত (".....the constan confrontation of the two super powers which emerged from the second worl war."। অনুরূপভাবে **পিটার ক্যালভোকোরেসি (Peter Calvocoressi)** তাঁর *World Politic* গ্রন্থে ঠান্ডা লড়াইকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুটি মহাশক্তির মধ্যেকার সংঘাত বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁর মতে এ সংঘাত আধুনিককালের আর পাঁচটা যুদ্ধের মতো নয়। **অধ্যাপক ফ্রাঙ্কেল** (Joseph Frankel) বিষয়টি একটু অন্যভাবে বলেন। তিনি বলেন ঠান্ডা লড়াই বলতে সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং তাদের প্রবক্তা যথাক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধের সঙ্গে জড়িত সকল ঘটনাকে বোঝায়। এই বিরোধ একদিকে সাম্যবাদ ও উদারনীতিবাদ এই দুই আদর্শের মধ্যে বিরোধ এবং অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যে বিরোধ। এই কারণেই, ফ্রাঙ্কেলের মতে, ষোলো ও সতেরো শতকের ধর্মীয় বিরোধের সঙ্গে এই মতাদর্শগত বিরোধের তুলনা হয় না। **অধ্যাপক ফ্রিডম্যান** (Friedman)-এর মতে, ঠান্ডা লড়াই হল যুদ্ধের এক নয়া কৌশল। এটি এমন এক পরিস্থিতিকে বোঝায় যা প্রকৃত যুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে আলাদা ; এরূপ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ না হলেও যুদ্ধের সবরকম প্রস্তুতি চলতে থাকে। **ওয়াল্টার রেমন্ড** (Walter Raymond) তাঁর *Political Dictionary* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ঠান্ডা লড়াই বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মতাদর্শগত

Scanned with CamScanner

প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়। এটা এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যেখানে যুযুধান দু'পক্ষই প্রকৃত যুদ্ধের আশ্রয় না নিয়েও অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখে। অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী ঠান্ডা যুদ্ধের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "এ হল এক চূড়ান্ত উত্তেজনাময় পরিস্থিতি, যা মহাশক্তিধর দুই বিপরীতধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা—পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী-এর মধ্যে যুগপৎ ক্ষমতা ও আদর্শের সংঘাতকে বিপজ্জনক সীমায় নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিল।"

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, **ঠান্ডা লড়াই হল পশ্চিমি শক্তিজোট এবং সোভিয়েত জোটের মধ্যে এমন এক তীব্র প্রতিযোগিতার অবস্থা যা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে, কিন্তু যা উভয়পক্ষকে পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বা যুদ্ধ থেকে বিরত রাখে।**

৫.৮ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
Nature and Characteristics

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি থেকে গত শতকের শেষ দশক পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে তোড়পাড় করা ঠান্ডা লড়াই-এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, ঠান্ডা লড়াই হল 'না যুদ্ধ না শান্তি'-র অবস্থা। অর্থাৎ ঠাণ্ডা লড়াই বলতে প্রকৃত যুদ্ধের অবস্থাকে বোঝায় না, আবার শান্তির অবস্থাও নয়। এ যেন এক যুদ্ধহীন যুদ্ধের অবস্থা।

দ্বিতীয়ত, ঠান্ডা লড়াই হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন—এই দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব সংঘাত। যুদ্ধ নয়, অথচ যে-কোনো সময় যুদ্ধ বাধতে পারে—এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে জনমনে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা ও ভীতির অবস্থান ঠান্ডা যুদ্ধের অপর এক বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই ঠান্ডা যুদ্ধের অপর নাম 'স্নায়ু যুদ্ধ' (War of nerves)।

তৃতীয়ত, ঠান্ডা লড়াইকে সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে আদর্শগত লড়াই হিসাবে দেখানো হলেও, কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, আদর্শগত লড়াই-এর ব্যাপারটি একটি অজুহাত বা আবরণ মাত্র। আসলে এটি ছিল দুই মহাশক্তির বিশ্বজুড়ে প্রভাব বিস্তারের এক উন্মত্ত বাসনা। সাম্যবাদ প্রতিরোধ তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নাম করে মার্কিন শিবির তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, চিলি প্রভৃতি দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে, কোনো কোনো দেশের জাতীয় নেতাদের বলপূর্বক অপসারণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বশংবদ সরকার বসানো হয়েছে। অপরদিকে সোভিয়েত শিবির সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ ও সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আফগানিস্তান, ভিয়েতনাম, অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি দেশে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেছে।

চতুর্থত, দুই বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচন্ড উত্তেজনা ও বৈরিতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি পক্ষই নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন ছিল। ঠান্ডা লড়াই-এর আঁচ যেন ইউরোপ বা আমেরিকায় কোনোভাবেই না পড়ে সে ব্যাপারে উভয়পক্ষই সতর্ক ছিল। তাই তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বেছে নিয়েছিল তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত, সদ্যস্বাধীন জাতি-দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধজীর্ণ দেশগুলিকে। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা, মিশর, প্যালেস্তাইন প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তথা মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ইন্ধন জুগিয়ে দুই মহাশক্তিধর দেশই নিজ নিজ প্রভাব-বলয়ের বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিল।

পঞ্চমত, ঐতিহাসিক **এরিক হবস্‌বম** (Eric Hobsbawm)-এর মতে, তীব্র উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও ঠান্ডা লড়াই চলাকালীন নতুন কোনো বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা বা সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, ওই সময় দুই মহাশক্তিকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে এক ক্ষমতার ভারসাম্য গড়ে ওঠে। উভয়পক্ষের মধ্যেই এক ধরনের অঘোষিত বোঝাপড়া হয়ে যায় যে লালফৌজ অধিকৃত এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে ; অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সদ্যস্বাধীন অনুন্নত দেশগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে।

ষষ্ঠত, ঠান্ডা লড়াই পর্বে দুই যুযুধান শক্তিই সম্মুখ সমরে না নেমে ভিতরে ভিতরে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার জন্য তৈরি হতে থাকে। উভয় শিবিরই প্রবল থেকে প্রবলতম শক্তিসম্পন্ন মারণাস্ত্র তৈরির মত্ত প্রতিযোগিতায়

Scanned with CamScanner

নেমে পড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে আবিষ্কৃত হয়ে চলে নিত্যনতুন জনবিধ্বংসী মারণাস্ত্র—হাইড্রোজেন বোমা, পারমাণবিক বোমা, নাপাম বোমা, রাসায়নিক অস্ত্র, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি।

সপ্তমত, অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তীর মতে, "ঠান্ডা লড়াই-কে দুই বিপরীতধর্মী সমাজব্যবস্থা ও রাজনৈতিক আদর্শের সংঘর্ষ হিসাবে দেখানোর পিছনে ছিল অন্য রাজনীতি। পশ্চিমি দুনিয়া ও সোভিয়েত দুনিয়া উভয়ই স্বাধীনতা, গুরসমাজ ও অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে এবং উভয়ই সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে তোলার চেষ্টা করেছিল যে, বিদ্যমান ব্যবস্থাই হল সর্বোত্তম।" পশ্চিমি গণতন্ত্র ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট মানুষের আনুগত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করা—এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঠান্ডা লড়াই পর্বে দুই মহাশক্তির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয়েছে।

৫.৯ ঠান্ডা লড়াই-এর উদ্ভব

Emergence of the Cold War

ঠান্ডা লড়াই-এর সূচনাকাল নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। চার্লস বোলেন (Charles Bohlen)-এর মতে, ঠান্ডা লড়াই-এর সূচনা ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির ক্ষমতা দখলের সময় থেকে। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়ার আত্মপ্রকাশ আমেরিকাসহ পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। তারা আশঙ্কা করেছিল এখন থেকে সাম্যবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কোণঠাসা হয়ে পড়বে। স্বভাবতই সোভিয়েত রাশিয়ার এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা চালায়। বলাবাহুল্য লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিন প্রমুখ নেতাদের সুদক্ষ নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়া তার বিপদ কাটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। তবে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সংঘাত একটি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে ঠান্ডা লড়াই প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে। সাধারণভাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা (১৯৪৬), ট্রুম্যান নীতি (১৯৪৭) এবং মার্শাল পরিকল্পনাকে (১৯৪৭) ঠান্ডা লড়াই-এর সূচনাকারী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ চার্চিল এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় (ইতিহাসে এটি ফুলটন বক্তৃতা নামে খ্যাত) ঘোষণা করেন যে, "রাশিয়া এবং তার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা অদূর ভবিষ্যতে কী করবে কেউ জানে না। বাল্টিক উপসাগর থেকে শুরু করে অ্যাড্রিয়াটিক উপসাগর পর্যন্ত এক লৌহ-যবনিকা নেমে এসেছে।" চার্চিল ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন আপাদমস্তক কমিউনিস্ট বিরোধী ব্যক্তিত্ব। তিনি যে-কোনো উপায়ে, প্রয়োজনে যুদ্ধ করে সোভিয়েত রাশিয়াকে পরাভূত করতে চেয়েছিলেন। তবে কমিউনিস্ট বিরোধিতায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ছিলেন চার্চিলেরও ওপরে। তিনি তাঁর পূর্বসূরি রুজভেল্টের অনুসৃত সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে যুদ্ধকালীন মৈত্রী বজায় রাখার নীতি পুরোপুরি বর্জন করেন। তিনি সোভিয়েত শক্তিকে প্রতি পদে পদে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি খুব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, রাশিয়াকে লৌহ কঠিন দৃঢ়তা এবং কড়া ভাষায় প্রতিহত করতে না পারলে, অপর একটি বিশ্বযুদ্ধ জন্ম নেবে ("Unless Russia is faced with an iron fist and strong language, another war is in the making.")। তিনি আরও বলেন, সোভিয়েত রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথায় কর্ণপাত না করলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ট্রুম্যানের এই অহংসর্বস্ব প্ররোচনামূলক মন্তব্যে সোভিয়েত রাশিয়া যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়। এছাড়াও ১৯৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্শাল পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় ইউরোপের দেশগুলির জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ এই মার্শাল পরিকল্পনাকে দুরভিসন্ধিমূলক বলে প্রচার করেন। সোভিয়েত প্রশাসন অভিযোগ করেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই আর্থিক সহায়তাদান প্রকল্প যতটা না মানবিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ, তার চেয়ে অনেক বেশি সাম্যবাদের প্রসার নিয়ন্ত্রণ করতে ও ইউরোপের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে পরিকল্পিত হয়েছে। সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ মার্শাল পরিকল্পনাকে 'ডলার

Scanned with CamScanner

সাম্রাজ্যবাদ' বলে সমালোচনা করেন। রাশিয়া এর প্রত্যুত্তরে পাল্টা একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ করে, যেমন কমিনফর্ম (COMINFORM), মলোটভ পরিকল্পনা (Molotov Plan), কমেকন (COMECON) ইত্যাদি। এইভাবে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যেকার কূটনৈতিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ এদের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে যায়। ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই তীব্র আকার ধারণ করে। সূচনা পর্বে ঠান্ডা লড়াই ইউরোপের মধ্যে সীমিত থাকলেও ক্রমশ এটি এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

৫.১০ ঠান্ডা লড়াই-এর উৎপত্তির কারণ
Causes of the Origin of Cold War

ঠান্ডা যুদ্ধের উৎপত্তি ও বিস্তারের কারণ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। বিভিন্ন বিশ্লেষকের মতামতকে মোটামুটি তিনটি মূল ধারায় ভাগ করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—(১) ঐতিহ্যগত ধারা, (২) পরিশোধনবাদী ধারা এবং (৩) ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরবর্তীকালের সংশোধনবাদী ধারা।

ঐতিহ্যগত ধারা : ঐতিহ্যবাদী ধারার প্রবক্তাদের মতে ঠান্ডা লড়াই-এর উৎপত্তির মূল কারণ নিহিত ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শের আড়ালে একটি অপ্রতিরোধ্য সম্প্রসারণশীল প্রবণতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এবং অব্যবহিত পরে পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। **হার্ভার্ড ফাইজ, আর্থার শ্লেসিংগার, মরগেনথাউ** প্রমুখ এই ধারার প্রবক্তাদের মতে, পূর্ব ইউরোপের ব্যাপারে স্টালিন যে ধরনের অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমি পুঁজিবাদী দেশগুলির আশঙ্কা হয়েছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমগ্র শক্তি পশ্চিম ইউরোপের দিকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে। তাঁদের মতে স্তালিন-এর অনমনীয় মনোভাবের দরুন ইয়াল্টা, পটসডাম প্রভৃতি সম্মেলনগুলিতে পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কিত বিষয়ে কোনো মীমাংসা বা বোঝাপড়া গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি ; স্বাভাবিকভাবেই ঠান্ডা লড়াই অনিবার্য হয়ে পড়ে।

পরিশোধনবাদী ধারা : ঐতিহ্যগত ধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরিশোধনবাদী ধারা আত্মপ্রকাশ করে। এই ধারার প্রবক্তারা হলেন **গ্যাব্রিয়েল কলকো** (Grabriel Kolko), **ওয়াল্টার লেফবার** (Walter Lafeber), **উইলিয়াম অ্যাপল্‌ম্যান** (William Appleman) ইত্যাদি। এঁদের বক্তব্য হল ঠান্ডা লড়াই-এর মূল কারণ **সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্প্রসারণশীল নীতি** নয়, বরং **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতি**। এঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তার বিপুল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ তথা সমগ্র দুনিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হলে সোভিয়েত রাশিয়া সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। **কলকোর** (Kolko) মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল বিশ্বযুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তির জন্য নয়, বরং এই অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের প্রতিপক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। আর এই আশঙ্কাজনিত মানসিকতা ঠান্ডা লড়াই-এর পরিস্থিতি তৈরি করার ক্ষেত্রে অবদান জুগিয়েছিল।

পরিশোধনবাদী ধারার প্রবক্তাদের মতে, পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলি পূর্ব ইউরোপের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্যাকে আন্তরিকভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করেনি। পটসডাম সম্মেলনে স্তালিন বলেন, বিগত তিন দশকের মধ্যে তিনবার পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করা হয়েছে। সুতরাং পোল্যান্ডসহ পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য বিস্তার তার নিরাপত্তার কারণে অপরিহার্য। বস্তুতপক্ষে ভৌগোলিক দিক থেকে পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার নিরাপত্তার দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। **নর্মান গ্রেবনার** (Norman Graebner) এই প্রসঙ্গে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বস্তুগত ও আদর্শগত সমস্ত দিক দিয়েই বিশ্বের অপরাপর দেশগুলির ওপর প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের এই জাতীয় আগ্রাসী মনোভাব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে-ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, তাতে ঠান্ডা লড়াই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরবর্তীকালের সংশোধনবাদী ধারা : ঠান্ডা লড়াই-এর বিশ্লেষণে এই তৃতীয় ধারাটির (যা সাধারণভাবে Post Vietnam Revisionist School নামে পরিচিত) উৎপত্তি ১৯৭০-এর দশকে। জন **লুইস গ্যাডিস** (John Louis Gaddies) হলেন এই নতুন ধারার মুখ্য প্রবক্তা। গ্যাডিস-এর বক্তব্য হল এই যে, ঠান্ডা লড়াই কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের আগ্রাসী কার্যকলাপের ফলশ্রুতি নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরের কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দিহান ও শঙ্কিত হয়ে উঠলে উভয়পক্ষের মধ্যে তিক্ততা ও বিদ্বেষ বাড়তে থাকে যার ফলস্বরূপ ঠান্ডা লড়াই-এর বিষয়টি অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্যাডিস-এর অনেক আগে ১৯৬০-এর দশকে **লুইস. জে. হেল** (Louis J. Halle) ঠান্ডা লড়াই-এর ব্যাপারে প্রায় একইরূপ বক্তব্য রাখেন। তবে ৭০-এর দশকের বিশেষজ্ঞরা এ সম্পর্কে আরও নতুন তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে তাঁদের বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন।

অন্যান্য কারণ : অধ্যাপক গৌতম বসুর মতে, ঠান্ডা লড়াই-এর উদ্ভব ও উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা দুটি বৃহৎ শক্তির ভূমিকার ওপর মূল গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য শক্তিবর্গের ভূমিকার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। তাঁর মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনা ঠান্ডা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে (১৯৪৫-৫৩) পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে নিজের আধিপত্যকে সুদৃঢ় করে সোভিয়েত রাশিয়া ইরান, গ্রিস ও তুরস্কের দিকে হাত বাড়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার তীব্র মতবিরোধ শুরু হয়। এই সময় আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে যা মার্কিন-সোভিয়েত বিরোধকে তীব্রতর করে তোলে এবং ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিস্থিতি তৈরি করে, যেমন—১৯৪৮ সালের বার্লিন সংকট, ন্যাটো গঠন (১৯৪৯), ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতায় কোরিয়াকে উত্তর এবং দক্ষিণ এই দু-ভাগে বিভক্তিকরণ, ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরির বিদ্রোহ, ১৯৬২ সালের কিউবা সংকট ইত্যাদি। মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা ন্যাটো, মার্শাল পরিকল্পনা ইত্যাদির প্রত্যুত্তরে সোভিয়েত উদ্যোগে গড়ে ওঠে ওয়ারশ চুক্তি, কমিনফর্ম, কমেকন, মলোটভ পরিকল্পনা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এইসব ঘটনাই ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিস্থিতি তৈরি করতে ও জিইয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল।

Scanned with CamScanner